Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
ISSN 2583-6706 (Online)
Volume-2 Issue-2 January 2024

‘শরৎচন্দ্রের উপন্যাস : বিষয় ও বিন্যাস’ প্রসঙ্গে অশ্রুকুমার সিকদার

বাদল পাল

Link : https://bit.ly/48Wumuo

সারসংক্ষেপ : অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনায় নিজস্ব প্রতিভার সাক্ষ্য রেখেছেন তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে। রবীন্দ্র-গবেষণায় তিনি বিশেষ পরিচিতি পেলেও, আধুনিক উপন্যাস আলোচনায় তাঁর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ভঙ্গি এবং বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতার সূত্র নির্ণয়ের চেষ্টা আলোচনার দাবি রাখে। অশ্রুবাবুর পঞ্চম গ্রন্থ ‘আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস’। সেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সমরেশ বসু পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতার দিকগুলি বিষয় ও আঙ্গিকগত বিন্যাসে উপযুক্ত হয়েছে কিনা তার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস আলোচনায় অধ্যাপক সিকদার লেখকের বিষয় ও আঙ্গিক সম্পর্কে সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করেছেন। গল্প বলার নানা পদ্ধতি আবিষ্কার হলেও শরৎচন্দ্র সনাতন গল্প বলার রীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তুলনায় ‘শ্রীকান্ত’, ‘শেষপ্রশ্ন’ উপন্যাসে তিনি এর থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। বহিরঙ্গ ও অন্তর্নিহিত বাস্তবতা, প্রকরণ, নিরন্তর প্রশ্নশীলতা এই তিনটি বিষয়ের উপরে অধ্যাপক সিকদার ‘উপন্যাসে আধুনিকতা’ যাচাইয়ের কষ্টিপাথর তৈরি করেছিলেন।

সূচক শব্দ : শ্রীকান্ত, শেষপ্রশ্ন, বিষয়, আঙ্গিক, Poor Folk, ডস্তয়েভস্কি, পুরোধাপুরুষগণ, Stefan Zweig

আধুনিক সাহিত্য সমালোচনায় অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার তাঁর চিন্তার ছাপ রেখেছেন বিভিন্ন সমালোচনামূলক গ্রন্থে। ‘আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস’ গ্রন্থে তিনি উপন্যাসে আধুনিকতার উপলব্ধি ও অভিব্যক্তি কীভাবে ঘটেছে তার নান্দনিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থেই অধ্যাপক সিকদার শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আধুনিকতার স্বরূপ কেমন এবং উপন্যাসে আধুনিকতার বিবর্তনে লেখকের ভূমিকা কী, সে বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক সিকদার শরৎচন্দ্র বিষয়ে আলোচনার নাম দিয়েছেন ‘শরৎচন্দ্রের উপন্যাস : বিষয় বিন্যাস’। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বিষয়ে অধ্যাপক সিকদারের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে শরৎ উপন্যাসের বিষয়, বিন্যাস ও উপন্যাসে আধুনিকতার উদ্ভাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আধুনিকতার পরিধি বুঝতে অধ্যাপক সিকদার তাঁর আলোচনার প্রথমেই এনেছেন ঔপন্যাসিকের সবচেয়ে বেশি সমালোচিত উপন্যাস ‘শেষ প্রশ্ন’কে। ‘শেষ প্রশ্ন’ উপন্যাস নিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর ঘনিষ্ঠ বৃত্তের মধ্যে তিনজনকে তিনটি চিঠি লিখেছেন। রাধারাণী দেবী, দিলীপকুমার রায়, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতকে অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে ‘শেষ প্রশ্ন’র চরিত্র বৈশিষ্ট্য কী তা প্রকাশ করেছেন। রাধারাণী দেবীকে জানিয়েছেন — “অতি-আধুনিক সাহিত্য কি হওয়া উচিত এ তারই একটুখানি ইঙ্গিত,... বলবার জিনিস অনেক রয়ে গেল — সময় হলো না দিয়ে যাবার — তারই একটুখানি প্রকাশের চেষ্টা শেষ প্রশ্নে করেচি।”[১] দিলীপকুমার রায়কে প্রায় একই কথা লিখেছেন — “শেষ প্রশ্নে অতি-আধুনিক সাহিত্য কি রকম হওয়া উচিত তারই একটুখানি আভাস দেবার চেষ্টা করেছি। ‘খুব করব, গর্জন করে নোংরা কথাই লিখবো’ এই মনোভাবটাই অতি আধুনিক সাহিত্যের central pivot নয় — এরই একটু নমুনা দেওয়া।”[২] ভূপেন্দ্রকিশোরকে লিখেছেন — “আরও একটা কথা মনে ছিল, সে অতি আধুনিক সাহিত্য। ভেবেছিলাম এইদিকে একটা ইশারা রেখে যাবো। বুড়ো হয়েছি, লেখার শক্তি অস্তগত-প্রায়। তবু ভাবীকালের তোমরা এই আভাসটুকু হয়তো পাবে যে নোংরা না করেও অতি-আধুনিক সাহিত্য লেখা চলে। কেবল কোমল, পেলব রসানুভূতিই নয়, ইনটেলেক্‌টের বলকারক আহার্য পরিবেশন করাও আধুনিক কালের রস-সাহিত্যের একটা বড় কাজ।”[৩] চিঠিগুলিতে এটুকু বোঝা যায় যে শরৎচন্দ্র ‘শেষ প্রশ্ন’র মধ্যে সাহিত্যের নতুন পথ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। পত্রাংশগুলির মধ্যে আধুনিক তরুণ লেখকদের প্রতি নিন্দার প্রকাশ দেখতে পাই। এই তরুণ কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকরাই একসময় এই কথাশিল্পীর সমর্থন পেয়েছেন। আধুনিক উপন্যাসের উদ্দেশ্য চিত্তরঞ্জন নয় সত্যানুসন্ধান একথা মেনে নিয়েও নীরেন্দ্রনাথ রায় শরৎচন্দ্রের তত্ত্ব-প্রকাশ সম্বন্ধে অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেছেন — “শেষপ্রশ্নে যে-সকল তত্ত্বকে বড় গলায় প্রচার করা হইয়াছে, তাহা যে

ইউরোপীয় সাহিত্যের হাটে বাসি মাল, প্রায় বস্তাপচা হইতে চলিল।"[৪] অধ্যাপক সিকদার এই উদ্ধৃতির সূত্র ধরে শরৎ-উপন্যাসের নতুন ধারা সম্পর্কে এবং তাঁর স্বতঃস্ফূর্ততা সম্পর্কে বলেছেন — "আসলে বিষয়ের জোরে, আধুনিক তত্ত্বের জোরে, যে রচনা আধুনিক হতে চায়, তার আধুনিকতার ভিত্তি জোরালো হতে পারে না। কারণ তত্ত্ব বা তথ্য আজ যতোই শানিত আধুনিক হোক, কাল তা পুরোনো এবং মলিন হতে বাধ্য।"[৫] এই মলিনতা থেকে রক্ষা পাবার জন্য শ্রেষ্ঠ আধুনিক সাহিত্যকে সমকালীনতা রক্ষা করে নিত্যকালীন হতে হয়। অধ্যাপক সিকদার মনে করেন — "প্রসঙ্গ বা বিষয়ের আধুনিকতাকে নিত্যকালীন করে দেবার রহস্য নিহিত থাকে দেখার দৃষ্টি এবং ফর্ম বা রূপকল্পের মধ্যে। এই ফর্ম বা রূপকল্প দিয়েই রিয়ালিটি ধরা পড়ে শিল্পীর দৃষ্টিতে।"[৬] এই ফর্ম বা রূপকল্পের মাধ্যমে চিরকালীন রিয়ালিটিকে ধরতে ঔপন্যাসিক সচেতন ছিলেন না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোপালচন্দ্র রায় কর্তৃক সম্পাদিত শরৎচন্দ্রের পত্রাবলিতে কথাশিল্পীর আঙ্গিক সচেতনতার প্রমাণ না পেয়ে অধ্যাপক সিকদার এই প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। চিঠিপত্রগুলিতে শুধুমাত্র উপন্যাসের বিষয়, তত্ত্ব, নীতি এবং বাস্তবতা-অবাস্তবতা নিয়ে আলোচনা আছে। কিন্তু উপন্যাসের গড়ন নিয়ে শরৎচন্দ্র বিস্তারিত কিছু প্রকাশ করেন নি। শুধু বহিরঙ্গ প্রমাণের উপর নির্ভর না করে উপন্যাসের বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসা একান্তই কাম্য। সেজন্য অধ্যাপক সিকদার শরৎ উপন্যাসের আলোচনায়, উপন্যাসের আঙ্গিক সচেতনতার প্রমাণ খুঁজতে ব্রতী হয়েছেন।

"... শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-পরিকল্পনার আগে আসে চরিত্র; পরে চরিত্রকে আশ্রয় করে প্লট দানা বাঁধে।"[৭] শরৎ সাহিত্যের প্রখ্যাত সমালোচক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের 'শরৎচন্দ্র' ও শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শরৎ-চেতনা' গ্রন্থেও এই মতের সমর্থন পাই।[৮]

অবশ্য এই কথা ঔপন্যাসিকের নিজের কথা। তিনি প্রমথেশ বড়ুয়াকে এক চিঠিতে বলেছিলেন — "আমার চরিত্রগুলিকে আগে চরিত্র হিসাবে কল্পনা করি, তারপর তাঁদের সিচুয়েশনে ফেলে রিঅ্যাক্ট করাই।"[৯] অন্যত্র আর এক চিঠিতে লেখক বলেছেন — "প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোনোদিন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া নেই, তাহাদিগকে ফোটাবার জন্য যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে।... আসল জিনিস কতকগুলি চরিত্রও — তাকে ফোটাবার জন্য প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়, সে সব আপনি আসিয়া পড়ে।"[১০] উপন্যাসে আধুনিকতার চর্চা যখন বেশ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু তখন শরৎচন্দ্র নিজের অবস্থান আরো দৃঢ় করেছেন। স্বভাবতই অধ্যাপক সিকদার বলেছেন — "যখন রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার চর্চা করছিলেন, এবং ফলে চরিত্রকেন্দ্রিকতা ও প্লটের নিগড় খসিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের কেন্দ্র চরিত্র, এবং তার কাহিনী প্লটে বাঁধা।"[১১]

সৃষ্ট চরিত্রে হৃদয়াবেগ ও বহিরঙ্গ ঘটনা সংঘাতের উপর বেশি জোর দিয়েছেন শরৎচন্দ্র। "তাঁর [শরৎচন্দ্রের] উৎসাহ ছিল চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে পরিস্ফুট করার দিকে, চরিত্রের আচরণের পিছনে তাদের মানসক্রিয়া দেখানোর দিকে।"[১২] কিন্তু অধ্যাপক সিকদারের মতে — রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'তে যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, সেখানে মানসতরঙ্গের ঈষৎ কম্পনকেও ধরার ক্ষমতা আছে। মর্মজগৎকে বিকারহীনভাবে উন্মোচিত করার যে দক্ষতা রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, সেই দক্ষতা শরৎচন্দ্রের মনস্তত্ত্বমূলক চরিত্রের মধ্যে নেই। তাঁর আবেগময় চরিত্রগুলি মনস্বিতায় উজ্জ্বল নয়। শরৎচন্দ্র এইসব অভিযোগের উত্তর উপমার ভাষায় দিয়েছেন। অধ্যাপক সিকদারের ভাষায় — "ব্যূহবদ্ধ সৈন্যদলের সকলকে দূর থেকে একইরকম দেখায় কিন্তু কাছে গেলে দেখা যায় তারা আলাদা মানুষ, তেমনি তাঁর চরিত্রগুলির স্বাতন্ত্র্য আছে।"[১৩] আমরা যখন লেখকের বিভিন্ন উপন্যাস পড়ি তখন একটি উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে অপর উপন্যাসের চরিত্রকে কানেক্ট করতে পারি। যেমন রাজলক্ষ্মী ও সাবিত্রী আলাদা মানুষ কিন্তু তাদের সামান্য লক্ষণ এত বেশি যে তাদের এক নক্‌শার অন্তর্গত বলে মনে হয়। আবার অধ্যাপক সিকদারের মতে — উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে বৈপরীত্যময় দ্বৈতে সাজানো শরৎচন্দ্রের একটি পুনরাবৃত্ত কৌশল। যেমন 'দত্তা'য় নরেন্দ্র-বিলাসবিহারী, 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে রমেশ-বেণী, 'গৃহদাহে' অচলা-মৃণাল প্রভৃতি। প্রত্যেক উপন্যাসে এই বিরোধের চিত্র প্রকট। এই বৈপরীত্যময়তার ছকেই একটা গল্পের কাঠামো গড়ে ওঠে। সুতরাং গল্পের প্লটের জন্য শরৎচন্দ্রকে বেশি ভাবতে হয়নি কথাটি যথার্থতা পায়।

শরৎ উপন্যাসের প্লট ও আখ্যানবস্তু আলোচনায় প্রথমেই নজরে আসে, একান্নবর্তী পরিবারের কথা। একান্নবর্তী পরিবার কীভাবে ভেঙে পড়ে এবং কীভাবে সেই ভাঙন থেকে রক্ষা পায়, সেই কথাই বিভিন্নভাবে বলেছেন তিনি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে বলেছেন — "বাঙালি পরিবারের ক্ষুদ্র বিরোধ ও ঘাত-প্রতিঘাতের কাহিনী" শরৎচন্দ্রের উপজীব্য। অধ্যাপক সিকদার তাঁর আলোচনায় বলেছেন, এইসব পারিবারিক বিরোধের কাহিনীতে কোনো উপরি পাওনার কিছু নেই। কাহিনী পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যায় শেষ পর্যন্ত। নতুন কোনো ভাবের বিস্তৃতি সেই কাহিনির মধ্যে ফুটে ওঠে না। তাঁর ভাষায় — "এই সব কাহিনী পড়তে গিয়ে অতৃপ্তি বোধ হয় যখন দেখি, এই সীমাবদ্ধ প্রসঙ্গের মধ্যে কোনো ব্যাপকতর ব্যঞ্জনা তিনি সঞ্চার করতে পারেননি; কাহিনী কাহিনীর স্তরেই থেকে যায়, কোনো প্রতীকী সত্যের প্রভা বিচ্ছুরণ করে না।"[১৪] তুলনায়

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে ব্যক্তিগত ত্রিভুজ সমস্যার মধ্যেও দেশের কথা, লক্ষ ও উপায়ের নৈতিক সমস্যা উদ্ভাসিত হয়েছে। 'যোগাযোগ' উপন্যাসেও আমরা দেখতে পাই একটি পরিবারের মধ্যে কাহিনি সীমাবদ্ধ থাকেনি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তির উত্থানপতন প্রস্ফুটিত হয়েছে সেখানে। এছাড়াও ইতি নেতির ডায়ালেক্‌টিকের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের গল্পকে ছাড়িয়ে গেছে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস।

সমালোচক সিকদারের মতে — 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন' বাদ দিয়ে শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসের আখ্যানবস্তু সরল। এমনকি তিনি বলেছেন 'পথের দাবী' উপন্যাসের কাহিনিও খুব জটিল নয়। 'চরিত্রহীন'এ কাহিনিগত জটিলতা থাকলেও চরিত্রগুলিকে দু'দিকে অনায়াসেই সাজানো যায়। একদিকে সতীশ-সাবিত্রীর কাহিনি, অন্যদিকে কিরণময়ী ও তার স্বামী, অনঙ্গ ডাক্তার, উপেন্দ্র দিবাকরের কাহিনি। কাহিনি বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে কলকাতা থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বিন্যস্ত হয়েছে। 'চরিত্রহীন'র আখ্যান পরিকল্পনার দুর্বলতার কারণ নির্ণয়ে অধ্যাপক সিকদার দেখিয়েছেন — "... সতীশ-সাবিত্রীর কাহিনীর সঙ্গে কিরণময়ী-কাহিনীর যোগাযোগ কার্যকারণসূত্রে নয়; শতীশের সঙ্গে উপেন্দ্রের পরিচয় সূত্রে।"[১৫] 'চরিত্রহীন'র মতো কাহিনির জটিলতা অন্য উপন্যাসে নেই, কিন্তু আরো কয়েকটি উপন্যাসে একাধিক কাহিনির উপস্থাপনা থাকায় তুলনায় কিছুটা বক্রতা এসেছে। এরকম উপন্যাস হলো — 'দেনাপাওনা', 'শেষ প্রশ্ন', 'বামুনের মেয়ে'। এই উপন্যাসগুলিতে দুটি করে কাহিনি আছে এবং কাহিনিগুলির মধ্যে তেমন কিছু জটিলতা নেই অধ্যাপক সিকদারের মতে। শুধু কাহিনি জটিল হলে আধুনিকতা তুলাদণ্ডে পরিমাপযোগ্য হবে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন। অধ্যাপক সিকদারের এই বিষয়ে অভিমত — "... কাহিনী সরল হওয়াটাই দোষের, আর জটিল হওয়াটা গুণের কথা, নয়।"[১৬]

শরৎ-উপন্যাসের কাহিনি বিষয়ে অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার আরো কিছু অস্বস্তির কথা বলেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎ-উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন তাঁর অনেক উপন্যাসের কাহিনি "আকস্মিকতাধর্মী ও যদৃচ্ছ-সংগৃহীত, কোনো কার্যকারণের অমোঘ শৃঙ্খলে একত্রিত নহে।"[১৭] অধ্যাপক সিকদার এই আকস্মিকতা ও কার্যকারণের সঙ্গে যুক্ত করেছেন একদেশদর্শিতার দুর্বলতার কথা। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলার মধ্যে পেন্ডুলাম প্রবণতা দেখা যায়। মহিমের সঙ্গে মিলিত হওয়া মাত্র সুরেশের দিকে আবার সুরেশের সঙ্গে মিলিত হওয়া মাত্র মহিমের দিকে অচলার অনিবার্যবেগে ধাবিত হওয়াকে অনেকটা যান্ত্রিক বলে মনে করেন অধ্যাপক সিকদার। এগুলো সম্ভব হয়েছে শরৎচন্দ্রের যদৃচ্ছ সংগৃহীত ঘটনা দ্বারা। একদেশদর্শিতার প্রশ্নে প্রাবন্ধিক সিকদার রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ টেনেছেন। ব্যক্তিসত্তা ও শিল্পীসত্তার মধ্যে ভারসাম্য রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকলেও সন্দীপ এবং 'যোগাযোগ'এ বিপ্রদাসের বদলে মধুসূদন বেশি ঔজ্জ্বল্য ও জীবনীশক্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। ফলে ভারসাম্য অটুট থেকেছে। তুলনায় শরৎচন্দ্রে সে ভারসাম্য থাকেনি। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ফাল্গুন ১৩৪৪ সংখ্যায় 'আমার দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধে কিছু তির্যক মন্তব্য করেছেন, সেখানে শরৎরচনার একদেশদর্শিতার কথাও উত্থাপিত হয়েছে। তিনি বলেছেন — "ভাবের উপর অভিজ্ঞতার সাহায্যে, হৃদয়ের আনুকূল্যে যে-সিদ্ধান্ত রচনার বিষয়বস্তু হয়, সেটি একদেশদর্শী হতে বাধ্য।"[১৮]

অ্যারিস্টটলের সূত্র অনুযায়ী শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' ব্যতীত প্রায় সমস্ত উপন্যাসে গল্পের আরম্ভ, মধ্য ও শেষ আছে। এই সনাতন রীতিই তাঁর গল্পের ঘটনাবিন্যাসের মূল কাঠামো। অধ্যাপক সিকদার এই বিষয়ে বলেছেন — "... শরৎচন্দ্রের সব উপন্যাসই এই [আরম্ভ, মধ্য ও শেষ] সনাতনী পদ্ধতিতে লেখা। সময়ের অক্ষরেখাকে অবলম্বন করে এগিয়ে-যাওয়া পিছিয়ে-যাওয়া নেই, কালক্রমকে ভেঙে দেওয়া নেই; ঘটনা একমুখী গতিতে বিন্যস্ত — অতীত থেকে বর্তমানে, বর্তমান থেকে ক্রমোন্মোচনশীল ভবিষ্যতের দিকে।"[১৯] এই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কাহিনিকে একসূত্রে গ্রথিত করতে শরৎ-উপন্যাসে "সাধারণতঃ দুইটি বিস্ময়কর, অপ্রত্যাশিত ঘটনা থাকে, একটি মধ্যভাগে যেখানে কাহিনি চরমে পৌঁছায়, আর একটি পরিসমাপ্তিতে — মধ্যভাগে যে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, এইখানে তাঁহার নিরসন হয়।"[২০] অর্থাৎ প্রথমাংশের শেষেই সমস্যার বীজবপন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, মধ্যভাগে সেই জটিলতা সম্পাদন এবং শেষাংশে সেই জটিলতার গ্রন্থিমোচন। এরকম উপন্যাস হলো 'গৃহদাহ', 'দত্তা', 'পণ্ডিত মশাই', 'দেবদাস', 'বৈকুণ্ঠের উইল' প্রভৃতি।

উপন্যাস আরম্ভের ব্যাপারে অধ্যাপক সিকদার শরৎচন্দ্রের মধ্যে দেখেছেন সনাতন রীতির অনুগামী। 'বিরাজ বৌ', 'বড়দিদি', 'নববিধান', 'গৃহদাহ', 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসের আরম্ভ প্রায় একই রকমের। এ বিষয়ে অশ্রুবাবু, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সংকলিত 'ঠাকুমার ঝুলি' থেকে 'কলাবতী রাজকন্যা' ও 'দাদামশায়ের থলে' থেকে 'সরকারের ছেলে' লোককথা ও রূপকথাকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করে শরৎবাবুর গল্পের রচনা যে সনাতন পদ্ধতির তার পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। কিছু ব্যতিক্রম 'পল্লীসমাজ' ও 'শুভদা'র মধ্যে আমরা দেখতে পাই। এই দুটি উপন্যাস শুরু হয়েছে নাটকীয় সংলাপ দিয়ে। অধ্যাপক সিকদারের

মতে শরৎচন্দ্রের গল্প শুরুর মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও বলবার ধরণ 'ব্যতিক্রমহীনভাবে সনাতনী'।

আধুনিক সময়ে গল্প বলার বিভিন্ন ধরণ উদ্ভাবিত হয়েছে। ডস্টয়েভ্স্কির 'Poor Folk' এবং গ্যেটের 'The Sorrows of Young Werther' উপন্যাস চিঠিপত্রের মাধ্যমে গল্প বলার ধরণে লিখিত। ইতালো স্কেভোর 'Confessos of Zero' উপন্যাস উত্তমপুরুষের আত্মকথায় বর্ণিত। তুলনায় অপ্রধান চরিত্রের মুখ দিয়েও উপন্যাস বর্ণিত হয়েছে, যেমন 'চতুরঙ্গ'র শ্রীবিলাস। এছাড়াও বিভিন্ন চরিত্রের আত্মকথা মিলিয়ে লেখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' এবং সতীনাথের 'জাগরী'। চেতনাপ্রবাহ রীতিতে পাশ্চাত্য সাহিত্যে ভার্জিনিয়া উল্ফ, জয়স, বাংলা সাহিত্যে ধূর্জটিপ্রসাদ অসামান্য প্রতিভা দেখিয়েছেন। চলচ্চিত্রের স্ক্রিপ্টের ধরণে উপন্যাস লিখেছেন নবোকভ। পুস্তক সমালোচনা ও মিলিটারি রিপোর্ট সাজিয়ে উপন্যাস লিখেছেন যথাক্রমে স্তানিশ্ল লেম্ ও ভারগাস য়োজার। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে অধ্যাপক সিকদার লক্ষ্য করেছেন শরৎচন্দ্র 'সবজান্তা কথক'র উপরেই ভরসা রেখেছেন যদিও শরৎচন্দ্রের আগে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে গল্প বলার রীতি নিয়ে চিন্তা চেতনা প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন উপন্যাসে। এই বিষয়ে অধ্যাপক সিকদার বলেছেন — "বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' উত্তমপুরুষের মুখ দিয়ে বলানো প্রথম উপন্যাস। বঙ্কিমেরই 'রজনী' উপন্যাসে চারজন প্রধান চরিত্রের মুখ দিয়ে গল্প বলানো হয়েছে — রজনী, অমরনাথ, শচীন্দ্র এবং লবঙ্গলতা। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও গল্প বলবার পদ্ধতি নিয়ে চিন্তার অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' ছাড়া, সব উপন্যাসেরই গল্প বলবার প্রাচীনতম এবং শিথিলতম পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়েছে।"[২১] এই প্রাচীনতম পদ্ধতিতে লেখককে বেশি সতর্ক থাকতে হয় না। ফলে অধ্যাপক সিকদারের মতে এর মধ্যে শিথিলতা বেশি প্রকট হয়। তির্যকতা ও ড্রামাটিক আয়রনির ব্যবহার শিল্পিত মহিমা পায় না। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসকে অধ্যাপক সিকদার ব্যতিক্রম বলেছেন কারণ — এই উপন্যাসে মধ্যে অ্যারিস্টটলীয় রীতির আদি-মধ্য-অন্ত নেই। এই উপন্যাসের সুনির্দিষ্ট কোনো গড়ন নেই। এর একমুখ খোলা অর্থাৎ 'ওপেন এন্ডেড'। বিভিন্ন বিশৃঙ্খল, এলোমেলো ঘটনাকে একত্র করা হয়েছে। নানা চরিত্রের "বৈচিত্র্যের মধ্যে গ্রন্থকার তাঁহার মূল সূত্র হারাইয়া ফেলেন নাই, কোন একটি ক্ষুদ্র কাহিনী বা কোন একটি বিচ্ছিন্ন চরিত্রও তাহার সীমা অতিক্রম করে নাই।"[২২] ভ্রমণকাহিনি হিসেবে 'শ্রীকান্ত' পরিকল্পিত হওয়ায় এর মধ্যে আত্মকথার, স্মৃতিকথার ধরণ অটুট রয়েছে। তাই বিচ্ছিন্নতা এই উপন্যাসের প্রবাহমানতার সঙ্গে মানিয়ে গেছে বলে অশ্রুবাবুর মত। এছাড়াও অমোঘ কার্যকারণ-পরম্পরা বজায় রাখার দাবি এই উপন্যাসে নেই। কিন্তু সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন — "... শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য যতই থাকুক তাহার বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলি একেবারেই অসংলগ্ন নহে।"[২৩]

অধ্যাপক সিকদারের মতে — "উপন্যাসের সবচেয়ে অপরিহার্য অঙ্গ কাহিনী। কারণ সাহিত্যের নানা শ্রেণীর মধ্যে উপন্যাস সবচেয়ে মানবিক শিল্প। আর মানুষের সত্তা যেহেতু সামাজিক পটভূমি দাবি করে আত্মবিকাশেরই অনুরোধে, তাই মানবিক শিল্প বলেই উপন্যাস সবচেয়ে সামাজিক শিল্প।"[২৪] তিনি আরো বলেছেন — "... শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে একই সঙ্গে থাকে সামাজিক গুরুত্ববোধ আর শিল্পচেতনা না সৌন্দর্যবোধ।"[২৫] কিন্তু তিনি আশ্চর্যভাবে দেখেছেন — "... উপন্যাসের অপরিহার্য অঙ্গ যে কাহিনী তার বিন্যাসে শরৎচন্দ্র কর্মসচেতনতার বিশেষ কোনো পরিচয় দেননি — সনাতন উত্তরাধিকারেরই অনুবর্তন করে গেছেন শেষ পর্যন্ত। আঙ্গিক সচেতনতার এই অনুপস্থিতির ফলে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা আধুনিকতার পূর্বাভাস পাই না — এই সিদ্ধান্ত দুঃখজনক হলেও সত্য।"[২৬] ফর্ম চেতনার সঙ্গে আধুনিক সত্যদৃষ্টির অভাব দেখেছেন অধ্যাপক সিকদার শরৎ-উপন্যাসে। কিন্তু তিনি পরক্ষণে আবার বলেছেন, ডস্টয়েভ্স্কি একজন বড় ঔপন্যাসিক হতে পেরেছিলেন ফর্মের বিশেষ কিছু চিহ্ন রেখে। আসলে অধ্যাপক সিকদার বলতে চেয়েছেন মোহমুক্ত সত্যদৃষ্টির কথা। যেখানে বৃহৎ সত্য উদ্ভাসিত হবে, সমস্যা পারিবারিক না হয়ে তার বিস্তৃতি হবে বহুদূর।

রেনেসাঁসের সময় মানুষ সম্পর্কে যে কৌতূহল জেগে উঠেছিল সেই কৌতূহল থেকেই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বঞ্চিত, উৎপীড়িত, ব্রাত্যজনের কথা উঠে এসেছে গভীরভাবে। অধ্যাপক সিকদারের এই মমত্বকেই শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এখানে তিনি বলেছেন — "... মমত্ববোধের আতিশয্য তাঁকে জনপ্রিয় করেছে, অথচ এই করুণাধারার প্রাবল্যে নির্জিত হয়েছে তার শিল্পীর নির্লিপ্ততা।"[২৭] এই করুণাধারায় শরৎচন্দ্র নারী চরিত্রগুলিকে যতটা প্রাধান্য দিয়েছেন, তুলনায় পুরুষ চরিত্র কিছুটা নিষ্প্রভ। অস্ট্রিয়ান লেখক Stefan Zweig তাঁর 'Beware of Pity' উপন্যাসের ভূমিকা অংশে দুই ধরণের করুণার কথা বলেছেন — বৌদ্ধিক করুণা ও আবেগময় করুণা। Stefan Zweig তাঁর উপন্যাসে এই দ্বিতীয় জাতের করুণা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক সিকদার। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেছেন — "শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে দুর্ভাগ্যবশত এই আবেগাপ্লুত করুণারই প্রাধান্য।"[২৮]

উনবিংশ শতাব্দীতে তথাকথিত বাংলার নবজাগরণের পুরোধাপুরুষগণ ঐতিহ্য ও ইউরোপীয় আধুনিকতার দ্বন্দ্বের মধ্যে কোনো সুষম সমাধান করতে পারেন নি। এর সঙ্গত কারণ নির্দেশ করেছেন অধ্যাপক সিকদার, তিনি বলেছেন — "... ইউরোপীয় আধুনিক চিন্তা এসেছিল বিদেশী শাসনের মাধ্যমে — বিদেশীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই দেশকে শোষণ করা, এই দেশকে

আলোকিত করা তাদের মূল অভিপ্রায় ছিল না। এইসব কারণে এই খণ্ডিত রেনেসাঁসে ছিল নানান অন্তর্দ্বন্দ্ব, নানান পরস্পর-বিরোধিতা।"[২৯] তিনি এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কিছু পরিচয় উল্লেখ করেছেন —

ক) "চিন্তার মুক্তির প্রচারক ডিরোজিয়োর শিষ্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় উত্তরকালে অযোধ্যায় টিকি রেখে পরম হিন্দুর মতো ব্যবহার করতেন।"[৩০]

খ) "বস্তুবাদী অক্ষয়কুমার দত্ত, যিনি বলতেন প্রার্থনার মূল্য শূন্য, তিনি গৃহদেবতা নারায়ণের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেন।"[৩০]

গ) "দ্বারকানাথের শ্রাদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ শালগ্রামশিলা আনতে না দিলেও, পিতার কুশপুত্তলিকা দাহ করেছিলেন।"[৩০]

অশ্রুকুমার সিকদার শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যেও অনুরূপ আত্মবিরোধ লক্ষ্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি গোপালচন্দ্র রায়ের 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থ থেকে শরৎবাবুর কিছু চিঠির উল্লেখ করেন। একটি চিঠিতে শরৎচন্দ্র লিখেছেন — "বধূ আমার ব্রহ্মদেশিনী ছিলেন না, খাঁটি স্বদেশী। যখন শুনিলাম, তিনি রজক কন্যা, তখন কান মলিয়া, এক হাতে নাকখৎ দিয়া ঐরাবতীতে স্নান করিয়া আসিলাম।"[৩১] আবার অন্য এক চিঠিতে এর বিপরীত কথা পাই, সেখানে তিনি লিখেছেন — "কোন জাতিকে আমি অস্পৃশ্য মনে করি না এবং কাহারও হাতে জল খাইতে আমার বাধে না।"[৩২] পতিতা নারীদের মধ্যেও 'একনিষ্ঠ প্রেম' ও 'মনুষ্যত্বের সন্ধান' পাওয়ার কথা বললেও, "নিজের 'দেবদাস' উপন্যাসকে নিজেই বলেছেন 'ইম্‌মরাল' যেহেতু ওই বইতে 'বেশ্যাচরিত্র তো আছেই, তাছাড়া আরও কি কি আছে বলে মনে হয় যেন।' "[৩৩] চিঠিপত্রের এই উল্লেখে শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যকর্মে নবজাগরণের নায়কদের মতো অনুরূপ আত্মবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

অতঃপর অধ্যাপক সিকদার জমিদারী ব্যবস্থা, নারীর স্বাধীনতা, একান্নবর্তী পরিবার নিয়ে শরৎচন্দ্রের ধ্যান-ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। উক্ত বিষয়ে অশ্রুবাবু লক্ষ্য করেছেন শরৎচন্দ্রের পক্ষপাত সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার প্রতি। নতুন অর্থনৈতিক পরিবর্তনে সামন্ততান্ত্রিক প্যাটার্নের বিপরীতে নতুন গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে সার্বিকভাবে ঘটেছে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের' উন্মেষ। কিন্তু অশ্রুবাবুর মতে — "... ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের এই উন্মেষের মধ্যে শরৎচন্দ্র শুধুই দেখেন অবাঞ্ছিত স্বার্থপরতা।"[৩৪] যেমন শরৎবাবু 'নিষ্কৃতি'তে দেখেন নয়নতারার স্বার্থপরতা। প্রাবন্ধিক সিকদার আর একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন — নতুন সভ্যতার কেন্দ্র কলকাতায় বিনোদ দেবদাস ইংরেজি শিক্ষা করে উনিশ শতকী ভাবধারায় পরিচিত না হয়ে মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তি শেখে। পরিবর্তে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও যারা সনাতন মূল্যবোধকে মান্যতা দিয়েছে তারাই মহৎ রূপে চিত্রিত হয়েছে উপন্যাসে। যেমন 'চরিত্রহীন', 'বিপ্রদাস', 'শেষপ্রশ্ন'র উপেন , দ্বিজদাস, আশুবাবু। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বা নারীমুক্তির বিষয়ে শরৎচন্দ্র সমাজবন্ধন শিথিল করার কথা বলেছেন, কিন্তু "শৃঙ্খল একেবারে মুক্ত করিয়া দিবার কথা বলিতেছি না...।"[৩৫] 'শুভদা' ও 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসে যে স্ত্রী চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে তারা সর্ব অবস্থায় স্বামীর অনুগামী। 'চরিত্রহীন'র কিরণময়ী সামাজিক রীতিনীতির বিদ্রোহ করেছে, স্বামীর মৃত্যু কামনা করেছে। কিন্তু তার স্বামীর মৃত্যুর পরে হয়ে দাঁড়ায় চিরাচরিত বিধবার সমস্যা। 'শেষপ্রশ্ন'র কমলকে শরৎচন্দ্র সবচেয়ে বড়ো বিদ্রোহিনী হিসেবে দেখিয়েছেন, কিন্তু সেও শেষ পর্যন্ত হিন্দু বিধবার মতো 'কৃচ্ছ্র সাধনা' করে। 'শ্রীকান্ত'এ অত্যাচারী শাহজীর প্রতি অন্নদাদিদির 'বিদ্রোহিনী হওয়াটাই গৌরবের হতো'। রাজলক্ষ্মীর বাইজীগিরির কলঙ্ক স্খলনে কাপড়ের দোকানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই বৃত্তিও তাকে বৈধব্য সংস্কার থেকে মুক্তি দেয় না।

মনস্বী গবেষক অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার শরৎচন্দ্রের উপন্যাসকে আধুনিকতার মানদণ্ডে যাচাই করে নিতে চেষ্টা করেছেন। শরৎ-উপন্যাসে আধুনিকতার সমস্যা বিষয়ে আমাদের অবহিত করেছেন। ফর্ম বা রূপকল্প সম্পর্কে শরৎচন্দ্র সচেতন ছিলেন না। চিঠিপত্রের সাক্ষ্যপ্রমাণে সিকদার মহাশয় এই সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা দেবার আগে বেশ সতর্ক ছিলেন। তিনি বলেছেন — "মাত্র চিঠিপত্রের উপর নির্ভর করলে বলতে হয় টোমাস মানও উপন্যাস শিল্পের আঙ্গিক বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। কিন্তু এই আয়রনিক জার্মানের উপন্যাসের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য প্রমাণ করে বিপরীতটাই সত্য।"[৩৬] সুতরাং অধ্যাপক সিকদার অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য প্রমাণের খোঁজে তৎপর হয়েছেন। শরৎচন্দ্র তাঁর চিঠিপত্রের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন — তিনি চরিত্র পরিকল্পনা করেই উপন্যাস রচনায় হাত দেন, তারপর তাদের ফোটানোর জন্য প্লট এমনিতেই আসে। অশ্রুবাবু শরৎচন্দ্রের এই অভিপ্রায় ও তার পরিণাম একই ছিল কিনা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তা প্রস্তুত করেছেন। প্লটের আধুনিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ যে চেতনার পরিচয় দিয়েছেন সেখানে স্বতন্ত্র শিল্প শুদ্ধতার চর্চা ব্যতীত শরৎচন্দ্রে স্থান পেয়েছে পুরনো রীতির যদিও 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত', 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসকে অধ্যাপক সিকদার কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন।

তথ্য সূত্র :

১। 'উদ্‌ভাসিত শরৎচন্দ্র পত্রে ও সাময়িক পত্রে', সুদীপ বসু, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০০, পৃ. ২৪০। অতঃপর গ্রন্থটি 'উদ্‌ভাসিত শরৎচন্দ্র পত্রে ও সাময়িক পত্রে' নামে উল্লিখিত

২। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অশ্রুকুমার সিকদার, অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ০৬, চতুর্থ সংস্করণ নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ৩০। অতঃপর গ্রন্থটি 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস' নামে উল্লিখিত

৩। ওই, পৃ. ৩০

৪। ওই, পৃ. ৩০

৫। ওই, পৃ. ৩০

৬। ওই, পৃ. ৩১

৭। ওই, পৃ. ৩১

৮। ক) সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন — "শরৎচন্দ্রের উপন্যাস গভীরভাবে আলোচনা করিলে মনে হয় তাঁহার প্রধান লক্ষ্য চরিত্রও সৃষ্টি; আখ্যায়িকা চরিত্রসৃষ্টির বাহন হিসাবেই উদ্ভাবিত হইয়াছে।" 'শরৎচন্দ্র', সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, সপ্তদশ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪০৭, পৃ. ১৫৪। অতঃপর গ্রন্থটি 'শরৎচন্দ্র' নামে উল্লিখিত

খ) শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — "অনেক ঔপন্যাসিক কাহিনী ঠিক করিয়া তারপর চরিত্রসৃষ্টি করেন, শরৎচন্দ্র বিপরীতভাবে চরিত্রও পরিকল্পনা করিয়া লইয়া তাহার পর আখ্যান বিন্যাস করিতেন।' 'শরৎচেতনা', শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬৮, পৃ. ৪৩২। অতঃপর গ্রন্থটি 'শরৎচেতনা' নামে উল্লিখিত

৯। 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস', পৃ. ৩২

১০। ওই, পৃ. ৩২

১১। ওই, পৃ. ৩২

১২। ওই, পৃ. ৩২

১৩। ওই, পৃ. ৩২

১৪। ওই, পৃ. ৩৩

১৫। ওই, পৃ. ৩৩

১৬। ওই, পৃ. ৩৩

১৭। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, সপ্তম সংস্করণ ১৯৮৪, পৃ. ১৪৭। অতঃপর গ্রন্থটি 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' নামে উল্লিখিত

১৮। 'উদ্‌ভাসিত শরৎচন্দ্র পত্রে ও সাময়িক পত্রে', পৃ. ১৫৩

১৯। 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস', পৃ. ৩৪

২০। 'শরৎচন্দ্র', পৃ. ১৫৫

২১। 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস', পৃ. ৩৬

২২। 'শরৎচন্দ্র', পৃ. ১৬১

২৩। ওই, পৃ. ১৬১

২৪। 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস', পৃ. ৩৭

২৫। ওই, পৃ. ৩৭

২৬। ওই

২৭। ওই, পৃ. ৩৮

২৮। ওই

২৯। তদেব, পৃ. ৩৯

৩০। ওই

৩১। ওই

৩২। ওই

৩৩। ওই

৩৪। তদেব, পৃ. ৪০

৩৫। ওই

৩৬। ওই, পৃ. ৩১

লেখক পরিচিতি :

বাদল পাল : প্রাবন্ধিক। বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক।